জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে ভাদ্র বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 9th Sept. 1959 | ১৭শ সংখ্যা

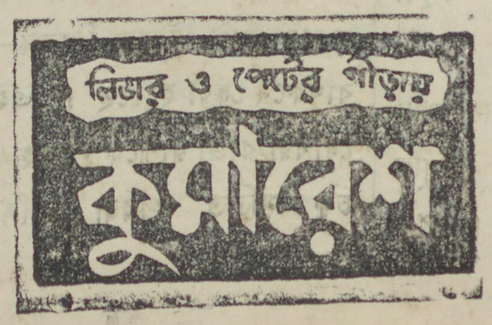

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

মুনি-শুনী-কথা

(মুনি=তপস্বী, শুনী=কুক্কুরী)

—•—

অতি প্রাচীনকালে এক মুনি বনে আশ্রম করিয়া নিজের তপস্যা ও ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে কালাতিপাত করিতেন। কোথা হইতে এক বন্য কুক্কুরী আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা হইয়া যেন তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় ভিক্ষা করিল। মুনি কুক্কুরীর অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে স্থান দিলেন। মুনিবর প্রত্যহ আহারান্তে নিজের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যাদি তাহাকে প্রদান করিতেন। তাহাতেই তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত।

মুনিবর যখন নদীতটে স্নান-ধ্যানার্থে গমন করিতেন, পূর্ব্বে কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া যাইতেন। এই হীন প্রাণী আসার পর আর দ্বার বন্ধ করিতেন না। কুক্কুরকে সাধু ভাষায় "শুনি" বলে। কুক্কুরীটির নাম রাখিলেন 'শুনী'। শুনী আসার পর তাঁহার আশ্রমের কুটিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মনুষ্য বা অন্য কোন প্রাণী কুটির প্রান্তে আসিবামাত্র শুনীর কোন সন্দেহ হইলে সে চীৎকার করিয়া মুনিকে জানাইয়া দিত। মুনি শুনীর আসার পর যেন একটি সঙ্গী পাইয়া তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন। বাক্‌শক্তিহীন কুক্কুরী মুনির ভাষা অনেক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। নিরীহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্যজন্তু বা পক্ষীর প্রাণ বধ করিয়া তাহাদের মাংস খাইতে দেখিলেই মুনিবর তাহাকে নিষেধ করিয়া ইঙ্গিত করিলেই শুনী কোন প্রাণীকে আক্রমণ করিত না। বন্য কুক্কুরী নিরামিষ আহার তাহার অভ্যস্ত নয়, কাজেই আমিষ না খাইয়া তাহার দেহ কৃশ হইয়া গেল। তপোবনের প্রান্তে এক শ্মশান ছিল তপোবনের অনতিদূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীরা সেই শ্মশানে শব-সৎকার করিত। মুনিবর তাঁহার শুনীকে সেই শ্মশানে লইয়া গিয়া অর্দ্ধদগ্ধ শবদেহাবশেষ দেখাইয়া উহা ভক্ষণ করিবার ইঙ্গিত করিলেন। তদবধি শুনী প্রায় শ্মশানে গিয়া তাহার আমিষস্পৃহা মিটাইয়া স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। গলিত শবদেহ সংস্পর্শে শুনীর দেহ হইতে দুর্গন্ধ পাওয়া যাইত। মুনির তাহাতে অস্বস্তি হইত।

একদিন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—এই কুক্কুরীকে তিনি যোগবলে একটু একটু করিয়া উন্নত করিয়া মানবী-দেহ প্রদান করিবেন।

এক পুণ্য তিথিতে হোমের ব্যবস্থা করিয়া শুনীর দেহে যজ্ঞ-বারি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "মর্কটী ভব" শুনী তৎক্ষণাৎ বানরী দেহ পাইয়া বৃক্ষের উপর উঠিয়া বসিল। মুনিবর আদেশ করিতে সেই বানরী বৃক্ষ হইতে ফলাদি সংগ্রহ করিয়া মুনির সেবার জন্য আনিয়া দিত। শুনী তাঁহার কৃপায় কুক্কুরী দেহ হইতে বানরী দেহ পাইয়া একটু উন্নীত হইয়াছে। মুনিবর তাহাকে ইচ্ছা করিলেই মানবীতে পরিণত করিতে পারিতেন। হঠাৎ এত উন্নতি বিষক্রিয়া করিতে পারে বলিয়া অন্য এক পুণ্য তিথিতে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া বানর দেহ হইতে একটু বৃহত্তর দেহ দিবার জন্য তাহার দেহে যজ্ঞ বারি সিঞ্চন করিয়া বলিলেন —"বরাহী ভব"। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শুনী প্রকাণ্ড এক শূকরীতে পরিণত হইল। শূকরী হইয়া শুনী জলে, স্থলে, কর্দ্দমে বিচরণ করে। তাহার বিষ্ঠা-ভক্ষণ মুনিবরের রুচি বিগর্হিত মনে হওয়ায় অন্য এক পুণ্য তিথিতে তাঁহার শুনীকে মাতঙ্গ দেহ প্রদান করিলেন। মাতঙ্গী-রূপা শুনী তাহার আশ্রয়দাতা মুনিকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নানা দেশ, নানা তীর্থ ভ্রমণ করাইয়া আনিল। মুনিবর তাঁহার তপস্যা বলে সৃষ্ট কুক্কুরীকে এইবার মানব দেহ প্রদান করিবার সংকল্প করিয়া যজ্ঞ সমাপনান্তে তাঁহার পালিতা শুনীকে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কামিনী-দেহ অর্পণ করিলেন।

মুনিবর তাঁহার তপস্যা-প্রসূত রূপ-যৌবন-সম্পন্না শুনী যখন তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণতা হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিল তপস্বীর তপস্যা তখন সমস্যায় পরিণত হইল। এই কন্যাদায় যে আমার স্বকৃত কর্ম্মের পরিণাম! সেইদিন হইতে কন্যাকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করিলেন। মুনির আশীর্ব্বাদ ও যত্নে তাঁহার শুনী রূপযৌবন সম্পন্না বিদুষী মুনি তনয়ায় রূপান্তরিতা হইল।

মুনিবর আজ কুক্কুরীর প্রতি স্নেহ দৌর্ব্বল্যের জন্য কন্যাদায়ে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন।

ঘটনাক্রমে একদিন এক রাজপুত্র মুনির তপোবনে মৃগয়ার জন্য মৃগের সন্ধানে আসিয়া উপনীত হইলেন। নদীর ধারে তিনি দেখিলেন—এক অনিন্দ্যসুন্দরী কামিনী জলপূর্ণ কুম্ভকক্ষে আশ্রমের দিকে গমন করিয়াছেন। রাজকুমার আসিয়াছিলেন মৃগের সন্ধানে। রাজপুত্রের আঁখি-পাখী পতিত হইল মুনিকন্যা শুনীর রূপের ফাঁদে; তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিজের অজ্ঞাতসারে কামিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে বাধ্য হইলেন। মুনির কুটিরে প্রবেশ করিল কুম্ভকক্ষে আশ্রম বালিকা শুনী। রাজপুত্র মুনির পদমূলে শির স্থাপন করিয়া কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি ওটি তাঁদের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজকুমার কি এই তাপস-কন্যাটিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে? রাজপুত্র সম্মতি দিবামাত্র শুনীকে ডাকিয়া মুনিবর দুইগাছি মালা গাঁথিতে আদেশ করিলেন। মালা তখনি উভয়ে উভয়ের গলদেশে অর্পণ করিয়া গান্ধর্ব মতে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কুমারের মৃগয়াযাত্রা এবার সার্থক হইল বলিয়া তিনি সস্ত্রীক মুনি চরণে বিদায় লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল। রাজার বাড়ীতে এমন উৎসব হইল যে ইতিপূর্ব্বে এমন কখন কেহ দেখে নাই।

মুনির শুনী আজ রাজরাণী। সুখে শান্তিতে দিন যাইতেছে। কি জানি যে ভাগ্যবিধাতা এই ভাগ্য বিধান করিয়াছেন তিনি অপ্রসন্ন হইলে সুখের বৈপরীত্য খুব নিকটস্থ হইতে দেরী হয় না।

একদিন রাজা দেখিলেন তাঁহার শয়ন-পালঙ্কে রাণী নাই। অনেকক্ষণ পরে আসিলে জিজ্ঞাসা করায় রাণী উত্তর দিলেন—খুব আমাশয় হ'য়ে বাথরুমে দেরী হয়েছে। এই ঘটনা বহুদিন ঘটিতে দেখিয়া রাজা রাণীকে সন্দেহ করিয়া কপট নিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নাসিকা গর্জ্জন করিতে

লাগিলেন। রাণী শয়নাগার হইতে বাহির হইয়া যেখানে সম্প্রদায় বিশেষের শব সমাহিত করা হয় সেইখানে গিয়া এক শবদেহ তুলিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেছে। রাজার মনে শঙ্কা হইল। এ যে রাক্ষসী। ভয়ে ভয়ে শয়নকক্ষে ফিরিয়া কপট নিদ্রায় মগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রত্যুষে উঠিয়া রাজা পত্নীকে জানাইলেন—আজ তিনি মুনির আশ্রমে তাঁহার দর্শনার্থে যাইবেন। রাণী বলিলেন—অনেকদিন বাবাকে দেখি নাই আমিও যাইব।

মুনি তাঁহাদের উভয়কে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর রাজা মুনিকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত জানাইবামাত্র মুনি বলিলেন—তোমার কথা সব বিশ্বাস করিলাম। এই বলিয়া শুনীকে ডাকিয়া রাজাকে তাহার সমস্ত বিবরণ জানাইয়া বলিলেন—

শুনী-মর্কটী-বরাহী
কুঞ্জরী-কামিনী-তথা।
পঞ্চ দেহান্ পরিগৃহ্য
প্রকৃতির্নৈব মুঞ্চতি।

এই কুক্কুরী এক এক করিয়া পাঁচটি দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে কিন্তু তাহার মড়া খাওয়া স্বভাব যায় নাই। এই বলিয়া একটু জল লইয়া "পুনঃ কুক্কুরী ভব" বলিয়া রাণীর দেহে জল ছিটাইয়া দিতেই সে জিহ্বা বাহির করিয়া যে শুনী ছিল সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিল।

দ্বাদশ বৎসরের কেলেঙ্কারি

—০—

ইংরাজ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতকে স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছে। শুধু স্বাধীনতা নয়, তার সঙ্গে সহস্র কোটির বেশী টাকাও দিয়া গিয়াছে, আজ একবার শাসকদের যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে সে সব টাকা কি হলো? বার বৎসর চলে গেছে। হুজুররা সব উড়তি খাতে খরচ লিখে তবিল মিল করে দিয়ে দন্ত-বিকাশ করে আত্মপ্রসাদ দেখিয়ে বাহাদুরী করা ছাড়া কাজের মত কাজ কিছুই দেখাতে পারবে না। সারা ভারতের কথা ছেড়ে দিয়ে ভারতের বকেয়া রাজধানী কলকাতায় এসে দেখুন বেঁচে থাকার মত কিছু এরা করেনি। এক নূতন রাইটার্স বিল্ডিং ও টেলিফুঁকের ঘর করতে কত টাকা ফুঁকে দিয়ে পরের ধনে পোদ্দারীর কিম্মত দেখিয়ে বাহবা নিবে। যদি ওদের বল—ধর্ম্মাবতাররা যখন কেউ জেলে, কেউ গা ঢাকা দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন ইংরাজ ঐ লাল রঙের রাইটার্স বিল্ডিংকে সারা ভারতবর্ষ মায় এখনকার পাকিস্থান শুদ্ধো বুটের তলায় রেখে শাসন ক'রে গেছে। হুজুরদের উপাস্য দেবতার মত ত্যাগী বাপুজীকে, যিনি সামান্য বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতেন দিনে তের পয়সার খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করতেন বলে ঘোষণা করা হতো তাঁকেও আততায়ীর বন্দুকের গুলি হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

জীবের বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ খাদ্য। সেই খাদ্য যে মানুষের তুলনায় অতি কম, তা না বৃদ্ধি করিলে মানুষ খাবে কি? এ ভাবনা না ভেবে যারা গগনভেদী তের তলা বাড়ীতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্যস্ত। এঁদের প্রকৃতির লোকদের পিরামিড বিল্ডার বলে।

মাঝ সমুদ্র হ'তে মাছ ধরে লোককে মাছ খাওয়াবে বলে ইউরোপ হতে মাছ ধরা জেলে ও জাহাজ এনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ যারা করে তাদের পরের ধনে পোদ্দারী দেখে এক ঝি-এর কথা মনে পড়ে হাসি পায়। ঝিকে একজন জিজ্ঞাসা ক'রেছিল—দিদি তুমি যদি অনেক টাকা পাও তবে কি কর? সে উত্তর দিয়েছিল—তখন আমি কলসী নিয়ে হেঁটে জল আনবো না। আমার ঝিয়ের কোলে চড়ে সোণার কলসীতে জল আনবো।

কিছুদিন আগে খাদ্যের নীতিতে ব্যর্থ হয়ে খাদ্যমন্ত্রীকে আড়ালে রেখে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অক্ষমতা স্বীকার ক'রে আজ কয়দিন হ'তে কার আদর্শে স্বীকারের বর্ণাশুদ্ধি করে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত মানুষ শিকারে মন দিয়ে পশ্চিম বাংলা বিশেষতঃ কলকাতা হাওড়ায় ভীতির সঞ্চার করিয়াছেন। এঁরা স্বাধীনতার পর সার কেলেঙ্কারীর অপরাধীকে, জীপ কেলেঙ্কারীর আসামীকে মোটা মোটা মাহিনার পদ দিয়ে পুরস্কৃত করে কেলেঙ্কারীকে আরও কলঙ্কিত করতে ইতস্তত করেন নি। হালে প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় সংবিধান অমান্য করিয়া পাকিস্থানকে বেড়ুবাড়ী পরগণা দান করে পশ্চিম বাংলার বিধানমণ্ডলী কর্ত্তৃক ধিক্কৃত হইয়া এখনও সে দান বজায় রাখিবার জেদ ধরিয়া আছেন।

আমাদের মুনি-শুনী-কথায় যেমন মুনি শুনীকে মন্ত্রের জোরে কুক্কুরী করিয়াছিলেন। ভারতীয় যে সব সাধারণ লোক আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনকালে বাঁচিয়া থাকিবেন তাঁরা যেন সাধারণতন্ত্রের মন্ত্রবলে "পুনঃ বেকার ভব" বলিয়া আক্কেল দিয়া সত্যমেব জয়তের মান বজায় রাখেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৫৮ খাং ডিঃ রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী দেং ননীবালা ওরফে নন্দরাণী দাসী দাবি ৩৭৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ৫ শতকের কাত ৫৲ আঃ ১০৲ খং ১৭২৬ কোর্ফা স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৭ খাং ডিঃ মহীপাল বাহাদুর সিংহ দিং দেং মানোয়ার আলী মণ্ডল দিং দাবি ১৭৪ টাকা ২৩ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে জিনদীঘি ২০-১৪ শতকের কাত ৮৭৷৷০ আঃ ৫০৲ খং ১৫৪

২৯ খাং ডিঃ কমন ম্যানেজার মনোরঞ্জন সেন দেং মাহাতাবন্নেশা বিবি দাবি ২৬ টাকা ৮০ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে বল্লভবাটী ২-৪২ শতকের কাত ৯৷৵০ আঃ ২০৲ খং ৬৬

৪৮ খাং ডিঃ প্রভাতকুমার ধর দেং রাহেমন্নেশা বিবি দাবি ৬৪ টাকা ২ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে বিনোদবাটী ১-৭৪ শতকের কাত ১৬৵৬ আঃ ৬০৲ খং ৬৪

৪৯ খাং ডিঃ ঐ দেং সোলেমা বিবি দাবি ৭৮ টাঃ ৬২ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১-৭৩ শতকের কাত ১৩৲ আঃ ৪৯৲ খং ১৯

১৯ মনি ডিঃ জানকীনাথ মণ্ডল দেং বিপিনচন্দ্র সিংহ দাবি ১০৬৪ টাকা ৫৯ নঃ পঃ থানা ফরাক্কা মৌজে কাশীনগর ২১ শতকের কাত ১৷৵৩ আঃ ২০০৲ খং ৬১ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১১ শতক জমি উক্ত খতিয়ান ভুক্ত আঃ ১০০৲

১১ স্বত্ব ডিঃ সামাদ সেখ দেং একাবর সেখ দিং দাবি ১১৪ টাকা ৯ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে প্রসাদপুর ৬৮ শতক জমি আঃ ৫০৲ খং ১২৬

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৫৩৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, স্লেট, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দর রূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।